বুদ্ধি দর্শন ও ইল্‌ম্‌

শয়তানের দর্শনঃ আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করলেন। মানুষকে ইল্‌ম শিখালেন। খালীফাহ বানিয়ে সম্মানিত করলেন। জ্ঞানের পরীক্ষায় উত্তীর্ন হবার পর মানুষের শ্রেষ্টত্ব ঘোষনা করলেন। ফিরিস্তাদের আদেশ দিলেন আদম আঃকে সম্মান করতে, সিজদাহ করতে। ফিরিস্তাগণ সম্মিলিত ভাবে সিজদাহ করল। কিন্তু ইবলিস করল না। সে দম্ভ করল, অহংকার করল, আল্লাহর হুকুম অমান্য করল।

আল্লাহ গুস্বা হয়ে কৈফিয়ত চাইলেন। বললেন: আমি হুকুম করার পরও কেন তুমি সিজদাহ করলে না? ইবলিস বুদ্ধি খাটিয়ে দর্শন আবিস্কার করল। ভাবল: **আমি আগুনের তৈরী আর আগুন উর্দ্ধমুখী। আদম মাটির তৈরী আর মাটি নিম্নমুখী। তাই আমি উত্তম। আর উত্তম অধমের কাছে মাথা নত করে না, করতে পারে না।** ইবলিস মনগড়া দর্শনে বিশ্বাসী হয়ে আল্লাহর সাথে কুতর্কে লিপ্ত হল। বলল: আমি তার চেয়ে উত্তম। আপনি আমাকে আগুন দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। আর তাকে বানিয়েছেন মাটি দিয়ে। (৩৮ স্বাদ: ৭৬)

আল্লাহর হুকুম লঙ্ঘন করে ইবলিস পাপ করেছিল। আর আল্লাহর সাথে কুতর্কে লিপ্ত হয়ে চরম বেআদবী ও উদ্ধত্য আচরন করেছে। তাই মহান আল্লাহ ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে মাল্‌উন ও মাহ্‌রূম তথা অভিশপ্ত ও চির বঞ্চিত করলেন। সে হয়ে গেল অভিশপ্ত শয়তান। লাগামহীন বুদ্ধি ও মনগড়া দর্শন তার সর্বনাশ ডেকে আনল।

আদম আঃর ইল্‌মঃ আল্লাহ আদম আঃকে জান্নাতে অবাধ বিচরনের সুযোগ ও যা ইচ্ছা খাবার অনুমতি দিলেন। শুধু একটি ফল খেতে নিষেধ করলেন। শয়তানের ধোকায় প্রতারিত হয়ে আদম আঃ নিষিদ্ধ ফল খেয়ে ফেললেন। আল্লাহ গুস্বা হয়ে তাঁকে জান্নাত থেকে বের করে দুনিয়ায় নিক্ষেপ করলেন।

আদম আঃ জ্ঞানী ছিলেন। তাঁর কাছে আল্লাহ প্রদত্ব ইল্‌ম্‌ ছিল। তিনি বুঝতে পারলেন: **মহা-ভুল হয়ে গেছে।** আল্লাহর হুকুম অমান্য করে অন্যায় করে ফেলেছেন। এখন **আত্মসমর্পনই মুক্তির পথ।** তিনি আল্লাহর সরনাপন্ন হলেন। বললেন: হে রাব্ব! আমরা অন্যায় করে ফেলেছি। নিজেদের সর্বনাশ ডেকে এনেছি। তুমি ক্ষমা না করলে, দয়া না করলে আমরা ধ্বংস হয়ে যাব। (৭ আ'রাফ: ২৩)

এভাবে করুনা ভিক্ষা ও ক্ষমা চাওয়াতে আল্লাহ খুশি হলেন। তিনি আদম আঃকে ক্ষমা করলেন। দয়া করলেন। নাবুয়্যাতে আসীন করে সম্মানিত ও পুরস্কৃত করলেন। ইলম্‌ আদম আঃকে মুক্তির পথ দেখাল। অপরাধ করেও তিনি বেঁচে গেলেম। করুনা ভিক্ষা ও ক্ষমা চাওয়ার জন্য পুরস্কৃত হলেন।

পর্যালোচনাঃ লাগামহীন বুদ্ধি ও মনগড়া দর্শনের উপর ভর করে আল্লাহর সাথে কুতর্কে লিপ্ত হয়েছিল ইবলিস। ফলে সে অভিশপ্ত শয়তান হয়ে ধিকৃত হয়েছে।
আর ইল্‌মের অনুকরণে আপরাধ স্বীকার করে ক্ষমা ও করুনা ভিক্ষা চেয়ে আত্মসমর্পন করলেন আদম আঃ। ফলে তিনি ক্ষমা, রহমত ও নাবুয়্যাতের সম্মান পেয়ে ধন্য হলেন।
বুঝাগেল: লাগামহীন বুদ্ধি, মনগড়া দর্শন ও কুতর্ক ধ্বংসের পথ। আর ইল্‌ম্‌, আত্মসমর্পন, অপরাধ স্বীকার করে ক্ষমা ও করুনা ভিক্ষা চাওয়া মুক্তির পথ।

যুগেযুগে বেইমানরা লাগামহীন বুদ্ধি ও মনগড়া দর্শন নির্ভর হয়ে কুতর্ক ও কুযুক্তি করে ধ্বংস হয়েছে। যেমনঃ
১. নূহ আঃর সময়ে বেইমান নেতাদের লাগামহীন বুদ্ধি, মনগড়া দর্শন ও কুতর্কের নমূনা। ইরশাদ হচ্ছেঃ
আমি তাঁর জাতির প্রতি নূহকে পাঠালাম। সে বলল: হে আমার জাতি! এক আল্লাহর আনুগত্য কর। তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। তোমরা কি (মুর্তি থেকে) বেঁচে থাকবে না? কাফির নেতারা (জনতাকে) বলল: **নূহ**

তোমাদের মতই মানুষ (ধর্মের দোহাই দিয়ে) **সমাজে প্রাধান্য বিস্তার করতে চায়।** আল্লাহ চাইলে **ফিরিস্তা পাঠাতেন।** (সে যা বলছে) **বাপ-দাদার মুখে (জাতির ইতিহাসে) এমন কথা কোনদিন শুনিনি।**

(মুঅ্মিন: ২৩,২৪)

এখানে তারা নিজেদের বুদ্ধি খাটিয়ে চারটি দর্শন আবিস্কার করেছেঃ
ক. নূহ কোন মহা-মানব নয়। সে একজন সাধারন মানুষ। তাই তাকে মেনে নেয়ার কোন কারন নেই।

খ. নূহ ধর্মের দোহাই দিয়ে নেতৃত্বে আসীন হতে চায়।

গ. ইসলামের দাওয়াত ও আল্লাহর পথে আহ্বান করার জন্য কাউকে পাঠাতে চাইলে আল্লাহ ফিরিস্তা পাঠাতেন।

ঘ. নূহের কথা জাতীয় ইতিহাস ও ঐতিহ্যের পরিপন্থি। এমন কথা মেনে নেয়া যায় না।

২. মূসা আঃর সময়ে বেইমান নেতাদের লাগামহীন বুদ্ধি, মনগড়া দর্শন ও কুতর্কের নমূনা। ইরশাদ হচ্ছেঃ
তারা (ফেরাউন পরিষদ জনতাকে) বলল: মূসা ও হারুন যাদুগর। এরা যাদু দিয়ে তোমাদের তাড়িয়ে তোমাদের উন্নত জীবন ব্যবস্থা ধ্বংস করতে চায়। (ত্বাহা: ৬৩)

এখানে তারা নিজেদের বুদ্ধি খাটিয়ে তিনটি দর্শন আবিস্কার করেছেঃ
ক. নবীর মু'জিযাকে যাদু হিসাবে চিহ্নিত করেছে। আবিস্কার করেছে যাদু দর্শন।

খ. এরাও আবিস্কার করেছে: মূসা ও হারুন ধর্মের দোহাই দিয়ে দেশ দখল করতে চায়।

গ. মূসা ও হারুন জাতীয় উন্নতি ও অগ্রগতির শত্রু। উন্নত জীবন ব্যবস্থা ধ্বংস করে জাতির সর্বনাশ করতে চায়।

৩. অন্য জাতি সমূহের লাগামহীন বুদ্ধি, মনগড়া দর্শন ও কুতর্কের নমূনা। ইরশাদ হচ্ছেঃ
তারপর আরো অনেক জাতি সৃষ্টি করেছি। তাদের কাছে তাদেরি একজনকে রাসূল বানিয়ে পাঠিয়েছি। (সে বলেছে:) এক আল্লাহর ইবাদাত কর তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। তোমরা কি (মুর্তি থেকে) বেঁচে থাকবে না ? দুনিয়ায় যাদের স্বচ্ছলতা দান করেছি, আখেরাতে অবিশ্বাসী ওই বেইমান নেতারা (জনতাকে) বলেছে: সে তোমাদের মত মানুষ। তোমরা যা খাও সেও খায়, তোমরা যা পান কর সেও করে। তার অনুকরণ করলে জাতি হিসাবে তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে। সে কি বলছে: মরে হাড় ও মাটিতে পরিনত হবার পর পুনরায় উত্থিত হবে ? সর্বনাশ! সর্বনাশ!! এসব কেমন কথা বলছে ? দুনিয়ার জীবন ছাড়া কিছুই নাই। আমরা জীবিত হই, মরে যাই (ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম)। পুনরোত্থান বলতে কিছু নাই। ওই লোক আল্লাহর উপর মিথ্যারোপ করছে। আমরা এসব বিশ্বাস করি না। (২৩ মুঅ্মিনূন: ৩১-৩৮)

এখানে তারা নিজেদের বুদ্ধি খাটিয়ে পাঁচটি দর্শন আবিস্কার করেছেঃ
ক. আল্লাহ ওয়ালা হতে হলে মানবিক দুর্বলতার উর্দ্ধে থাকতে হবে। দুনিয়া বিমুখ হয়ে বৈরাগ্যবাদ গ্রহন করতে হবে। সমাজ সামাজিকতা, বিচার শাসন, রাষ্ট্র ও সরকার ইত্যাদি বিষয়ে চুপ থাকতে হবে। এবং নেতাদের দুর্নীতি, স্বেচ্ছাচারিতা ও ভোগবাদী জীবনের পথে কোন প্রকার বাঁধার সৃষ্টি করা যাবে না।

খ. তাদের আবিস্কৃত দ্বিতীয় দর্শন হল: ইসলামের অনুকরণ করলে জাতি ধ্বংস হয়ে যাবে।

গ. তাদের আরেকটি দর্শন হল: মাটিতে মিশে যাবার পর পুনরোত্থান সম্ভব নয়। আখেরাত বলতে কিছু নাই।

ঘ. তাদের আবিস্কৃত আরেকটি দর্শন হল: মানুষের জীবন মৃত্যু হয় প্রাকৃতিক নিয়মে।

ঙ. নবী-রাসূল তথা আল্লাহর দ্বীনের পথে আহ্বান কারী উলামাগণ আল্লাহর উপর মিথ্যারোপ করছেন।

উল্লেখিত আয়াত সমূহ থেকে বুঝা গেল: লাগামহীন বুদ্ধি ও মনগড়া দর্শন গুমরাহীর মূল। তবে শারীয়াহ নিয়মন্ত্রিত বুদ্ধি ও দর্শন মানুষের সহায়ক। তাই যেসব বুদ্ধিজীবি ও দার্শনিক শারীয়াহ বিমুখ হয়ে যায়। মনগড়া দর্শন আবিস্কার করে। দর্শন নির্ভর পথে চলে, তাদের কথা মেনে নিলে সমাজ ও জাতি ধ্বংস হয়ে আল্লাহর গযবে পতিত হবে। ইরশাদ হচ্ছেঃ
ক. কিছু মানুষ ইল্‌ম, হিদায়াত ও আলোকিত কিতাব ছাড়াই আল্লাহ সম্পর্কে কুতর্কে লিপ্ত হয়। (লুকমান: ২০)

খ. মা অনেক কষ্ট করে গর্ভ ধারন করে। দুই বছর দুধ পান করায়। আমি হুকুম দিচ্ছি: আমার কৃতজ্ঞ হও, কৃতজ্ঞ হও মা-বাবার। তবে মা-বাবা শির্‌ক্‌ করতে আদেশ করলে কান্ড জ্ঞানহীন হয়ে তাদের কথা মেনে নিও না। তবে দুনিয়াতে তাদের সৎসঙ্গী হয়ে থাক। যে আমার দিকে ধাবিত হয় তার পথে চল। আমার কাছেই তোমরা ফিরে আসবে। আমি বদলা দেব তোমাদের সকল কাজের। (৩১ লুকমান: ১৪,১৫)

গ. কিছু মানুষ ইল্‌ম বিমুখ হয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে লাহ্‌ওয়া-ল্‌-হাদীছ (মনগড়া কৌতুক, নাটক, উপন্যাস, ছায়াছবি ইত্যাদি) গ্রহন করে। এসব নিয়ে রং-তামাশা করে। এদের জন্য যন্ত্রদায়ক আযাব। (৩১ লুকমান: ৬)

ঘ. পাপিষ্ঠরা ইল্‌ম বিমুখ হয়ে মনগড়া নীতি মেনে চলে। আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত করেন তাকে সৎপথে আনার কে আছে ? তাদের কোন সাহায্যকারী নাই। (৩০ রূম: ২৯)

ঙ. .....তোমার কাছে ইল্‌ম আসার পরও তাদের মনগড়া কিছু মেনে নিলে তুমি অন্যায়কারী হিসাবে বিবেচিত হবে। (বাকারাহ: ৪৫)

উল্লেখিত আয়াত সমূহ থেকে বুঝা গেল: একমাত্র ইল্‌ম্‌ই মানুষকে সঠিক পথের সন্ধান দিতে পারে। তবে সঠিক পথে চলতে হলে ইল্‌মের সঠিক মূল্যায়ন, সঠিক অনুধাবন ও অনুকরণ করতে হবে। অন্তরে মুনাফেকী, দম্ভ ও অপরাধ প্রবনতা থাকলে ইল্‌ম কাজে আসে না। যেমন ইরশাদ হচ্ছেঃ
ক. রাসূলগণ সুস্পষ্ট প্রমানাদি নিয়ে আসার পরও (মুনাফেকী ও অপরাধ প্রবনতার কারনে) তারা নিজেদের ইল্‌ম (জ্ঞাত বিষয়াদি) আকড়ে থাকল। ফলে যা নিয়ে উপহাস করত তাই তাদের পেয়ে বসল। (৪০ গাফির: ৮৩)

খ. তাদের (ইয়াহুদদের) কাছে ইল্‌ম আসার পরও (অপরাধ প্রবনতার কারনে) তারা বিরোধিতা করছে....। (৪২ শূরা: ১৪)

আল্লাহ প্রদত্ব ইল্‌মের সঠিক অনুধাবন ও অনুকরনই দেখাতে পারে সঠিক পথ, মুক্তির পথ তথা জান্নাতের পথ। তাই আসুন! আল্লাহ প্রদত্ব ইল্‌ম কাদের কাছে আছে, কারা এর ধারক ও বাহক, আমাদের অনুকরণীয় ও অনুসরনীয়? ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান লাভ করি। ইরশাদ হচ্ছেঃ
ক. আল্লাহ আদমকে সকল বস্তুর নামের ইল্‌ম দান করলেন...। (বাকারাহ: ৩১)

খ. আল-রাহমান! শিখিয়েছেন কুর্আন (মানে মানুষকে শিখিয়েছেন কুর্আনের ইল্ম) (আল-রাহমান: ১,২)

গ. লূত্বকে (স্মরন কর)। তাকে দিয়েছি হুকুম (বিচার ও শাসনের ক্ষমতা /নাবুয়্যাহ) ও ইল্ম।

ঘ. সে (ইউসুফ) পরিনত বয়সে উপনীত হলে দান করলাম হুকম্ ও ইল্ম। সৎলোকের প্রতিদান আমরা এভাবেই দিয়ে থাকি। (১২ ইউসুফ: ২২)

ঙ. দাউদ ও সুলাইমানকে ইল্ম দান করেছি। তারা বলেছে: সকল তা'রিফ আল্লাহ যিনি অনেক মুঅ্মিনের উপর আমাদের মর্যাদাবান করেছেন। (২৭ নামল: ১৫)

চ. ....নিশ্চয় বান্দাদের মাঝে আল্লাহকে বেশী ভয় করে উলামা (ইল্ম ওয়ালাগণ)। আল্লাহ আযীয (অপ্রতিরোদ্ধ) গাফূর (ক্ষমাশীল) (৩৫ ফাতির: ২৮)

ছ. তবে (বানী ইসরাঈলের) যারা ইল্মে বিজ্ঞ তারা এবং মুঅ্মিনগণ তোমার প্রতি ও ইতিপুর্বে নাযিলকৃত সকল বিষয়ে বিশ্বাস করে, নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, আল্লাহ ও আখেরাতে ঈমান আনে। আল্লাহ তাদের মহা-পুরস্কার দান করবেন। (৪ নিসা-: ১৬২)

উল্লেখিত আয়াত সমূহ থেকে বুঝা গেল: আল্লাহ যাদের ইলম্ দিয়েছেন তারা হলেন: নবী-রাসূল ও উলামাগণ। তারাই আমাদের অনুকরণীয় ও অনুসরনীয়। সঠিক পথ পেতে হলে তাদের অনুকরণ করতেই হবে। তাদের অনুকরণেই মানব জাতির কল্যান ও মুক্তি নিহিত। এবং আরো জানতে পারলাম..
১. আল্লাহ প্রদত্ব ইল্মই আসল ইল্ম, আসল জ্ঞান। যার মূল উৎস কুর্আন ও সুন্নাহ। কুর্আন ও সুন্নাহর আওতাধীন বুদ্ধি ও দর্শন মানুষের সহায়ক। এবং

২. আল্লাহ প্রদত্ব ইল্ম তথা কুর্আন সুন্নাহর জ্ঞানই আসল জ্ঞান। মানব জাতির মুক্তির সনদ।

৩. লাগামহীন বুদ্ধি ও মনগড়া দর্শন নির্ভর জ্ঞানকে বলা হয় সাধারন জ্ঞান। বর্তমান দুনিয়ার অধিকাংশ স্কুল, কলেজ, ইউভার্সিটি সমূহে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত এসব জ্ঞান মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে সক্ষম নয়। তাই .....
নিজের ও নিজের সন্তানের ইহকাল ও পরকাল ভাল করতে...
আদর্শবান জীবন ও নীতিবান ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র গঠন করতে...
দুনিয়ার শান্তি ও আখেরাতে মুক্তি নিশ্চিত করতে ...
আল্লাহর গযব, আযাব ও জাহান্নাম থেকে বেঁচে থাকতে ....
মহান আল্লাহকে খুশি করে সুখময় জান্নাত লাভ করতে ...
পরোপকারী ও মানবতার সেবক হয়ে মানুষের মত মানুষ হতে হলে
আল্লাহ প্রদত্ব ইল্ম তথা কুর্আন সুন্নাহ ভিত্তিক জ্ঞান আহরন করতে হবে। যে জ্ঞানের কেন্দ্র ইসলামী মাদরাসাহ সমূহ। সুতরাং আসুন! আমাদের কোমলমতি সন্তানদের নীতিহীন ও ধর্মহীনতার পথে ঠেলে না দিয়ে মাদরাসায় পাঠাই। কুর্আন সুন্নাহ ভিত্তিক আদর্শ শিক্ষায় শিক্ষিত করে মানবতার সেবক তথা মানুষের মত মানুষ হিসাবে গড়ে উঠতে সহায়তা করি।

লেখকঃ মুফতী শরীফ মুহাম্মদ সাঈদ। **Visit www.muftisaeed.org.uk**